দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 DEC 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক': কিছু কথা

মো. ইউনুছ আলী

সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছেন একটি সুন্দর আগামীর লক্ষ্যে; একটি সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি গড়ে দেয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোই। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে সমান্তরালভাবে।

সচেতন মহলের পর্যবেক্ষণে এ মুহূর্তে শিক্ষক সংকটের বিষয়টিই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রধান সমস্যা! তার ওপর 'মরার ওপর খাড়ার ঘা' স্বরূপ প্রধানশিক্ষক সংকটের বিষয়টি আমাদের পুরো প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা অনুযায়ী দুটি পদ্ধতিতে প্রধানশিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। মোট শূন্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩৫ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ৬৫ শতাংশ পূরণ করা হয় সহকারী শিক্ষকদের বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে। বিভিন্ন অজুহাতে ঐ দুই পদ্ধতির নিয়োগদানই বর্তমানে বন্ধ। ফলে দেশের ৬৪ হাজার ৮২০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১ হাজারেরও অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ প্রধানশিক্ষকের অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে এসব বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে। একদিকে তীব্র শিক্ষক সংকট অন্যদিকে সহকারী শিক্ষকদের থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক করায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাঠদানের মান একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এদিকে সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধানশিক্ষক হওয়ায় সহকর্মী শিক্ষকদের থেকেও প্রয়োজনীয় সাপোর্ট পাচ্ছেন না ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষকরা। আবার কোনো কোনো ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক যোগ্যতার অভাবে অযাচিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন সহকর্মীদের সঙ্গে। সবমিলিয়ে প্রধানশিক্ষক বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আজ বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। এ অবস্থা আদৌ কাম্য নয়। বর্তমান বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অতিদ্রুত দেশের সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া অপরিহার্য! বিষয়টি সরকারের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ যর্ত দ্রুত সমাধান করতে পারবেন ততই মঙ্গল।

অবশ্য এই সমস্যা সমাধানে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগও লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে উদ্যোগগুলো সুচিন্তিত নয় বলেই অনুভূত হচ্ছে। বিগত ৩৩তম বিসিএস উত্তীর্ণদের থেকে ৯৯২ জনকে প্রাথমিকের প্রধানশিক্ষক পদে নিয়োগদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে এদের একাংশকে পদায়ন করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট বিসিএস উত্তীর্ণরা কিভাবে নিচ্ছেন তা অবশ্য দেখার বিষয়। পাশাপাশি সারা দেশে সহকারী শিক্ষকদের গ্রেডেশন তৈরি করে সে অনুযায়ী সিনিয়র সহকারী শিক্ষকদের প্রধানশিক্ষকের 'চলতি দায়িত্ব' প্রদান করার একটি প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। চাকরিজীবনের অন্তিম সময়ে এসে তুলনামূলক কম সম্মানের 'চলতি দায়িত্ব' গ্রহণে সংশিষ্টরা যে আগ্রহী হবেন না তা বলাই বাহুল্য! যাবতীয় প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পাক প্রধানশিক্ষক—পরিশেষে এই কামনাই করি।

সিলেট